ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৭৫ ● কলকাতা ● ০৫ চৈত্র, ১৪৩১ ● বুধবার ● ১৯ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বিজেপি প্রার্থী দিয়ে মমতাকে হারাবেন! 'ভয় পেয়ে' ১৮০ ডিগ্রি ভোল বদল শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আচমকা ভোলবদল শুভেন্দু অধিকারীর! দিন কয়েক আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানীপুরে হারাবেন বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। মন্তব্য করেছিলেন,' ভবানীপুরেও ওঁকে হারাব।' মনে করা হচ্ছিল,ছাব্বিশের ভোটে দক্ষিণ কলকাতায় ফের মুখোমুখি হবেন

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

দিল্লিতে বিজেপির সমন্বয় বৈঠক যেন 'মেছো হাট'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দিল্লির বাসভবন, নাকি মেছো হাট! সোমবার বিজেপির সমন্বয় বৈঠক চলাকালীন সেই প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে এল। কারণ বৈঠকের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গের এক সাংসদ পরবর্তী রাজ্য সভাপতি হিসাবে দিলীপ ঘোষের নাম বলতেই রে রে করে ওঠেন সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীরা।এদিন সুকান্তর ৩০ নম্বর এপিজে আবদুল কালাম রোডের বাসভবনে বৈঠকশেষে নৈশভোজের ব্যবস্থাও রাখা হয়। মেনুকার্ডে দিল্লির কোনও ছোঁয়াচ নেই। ছিল বাঙালি পদ। আমিষ পদ হিসেবে থাকছে কাতলা মাছের কালিয়া, চুনো মাছের ঝাল আর খাসির মাংস। সোমবার কয়েক জন সাংসদ নিরামিষ খান। তাঁদের জন্য ডাল, সব্জি, পনিরের ব্যবস্থা হয়েছে। শেষ পাতে সকলের জন্য চাটনি আর গুড়ের মিষ্টি। বাঙালি ভোজে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া নিশ্চিত করতে দিল্লিতে এক বাঙালি ক্যাটারার খুঁজে নিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত।সাংসদদের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়ে যায় বলে জানান বৈঠকে হাজির এক সাংসদ। সেক্ষেত্রে সুকান্তকে আরও একবছর সভাপতি রেখে

এরপর ৩ পাতায়

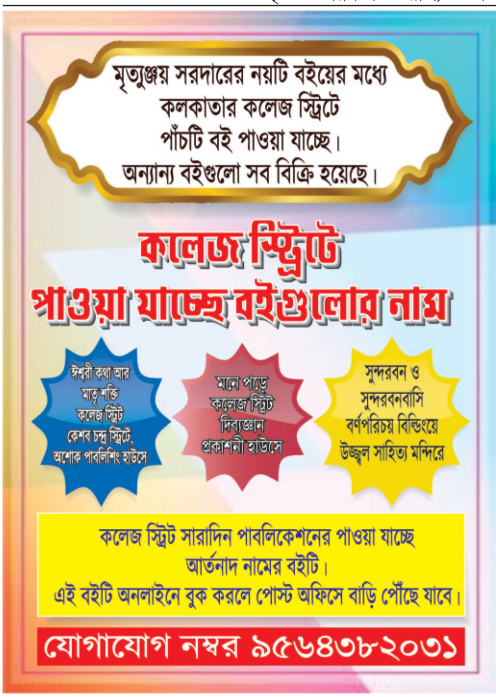

নওসাদ কি তৃণমূলে যাচ্ছেন? কিছুটা হেসে উড়িয়ে দিলেন সওকাত মোল্লা

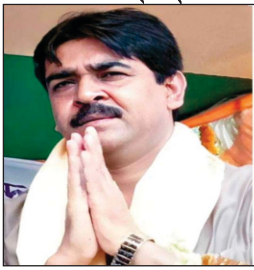

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কয়েকদিন ধরেই খবরের শিরোনামে নওসাদ মোল্লা। মূলত তাঁর আমন্ত্রনেই মুখ্যমন্ত্রী ফুরফুরা শরিফে গিয়েছেন বলেই অনেকে মনে করেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে ওই ISF নেতা কি এবার তৃণমূলে যাচ্ছেন? সওকাত মোল্লা ও নওসাদ সিদ্দিকীর সম্পর্ক যে যথেষ্ট তিক্ত তা আমরা সবাই জানি।ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি যদিও বলেছেন, "নওশাদ সিদ্দিকি যদি তৃণমূলে যায় তাহলে শাসকদলের লস হবে।নওশাদ মমতাকে চমকে দিচ্ছে শুধু। ও চাইছে তৃণমূলে যোগ দেব না। তবে দু'চারটে সিট যদি পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করছেন। তৃণমূলে যোগ না দিয়ে ওদের কাছ থেকে দু'চারটে সিট আদায় করতে চাইছে। এই প্ল্যানে উনি এগোচ্ছে বলে আমার মনে হয়।" ঘটনা কি হবে তা হয়তো ভবিষ্যৎ উত্তর দেবে। তবে আম বাঙালি এই দুই নেতার কথা শোনার জন্য মুখিয়ে আছেন।সেই পরিস্থিতিতে এবার কি রসায়ন হতে চলেছে? নওসাদ সম্পর্কে এক সময় সওকাত 'জঙ্গি', 'সন্ত্রাসবাদী' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সেই আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি যদি তৃণমূলে যোগ দেন তাহলে? কারণ, ভাঙড়ের রাজনীতিতে শওকত-নওশাদের দ্বন্দ্ব কারও অজানা নয়। মাঝে মধ্যেই দুই নেতা বিভিন্ন ইস্যুতে দোষারোপ করে থাকেন একে অপরকে। এই অবস্থায় যদি তৃণমূলে নওশাদ যোগ দেন তাহলে অসুবিধা হবে না ক্যানিং পূর্বের বিধায়কের? কিছুটা হেসেই বললেন, দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তা তিনি মাথা পেতে নেবেন। বস্তুত, হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল তৃণমূলে যোগদানের দিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বৈঠক করেন। প্রায় কুড়ি মিনিটের মতো বৈঠকের পর থেকেই নওশাদের দলবদলের জল্পনা আরও তীব্রতর হয়।

চিংড়ির কন্টেনারের রপ্তানি বৃদ্ধি

নতুন দিল্লি, ১৮ মার্চ, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং রূপায়ণকারী এজেন্সিগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য দেয়। এই অর্থ মৎস্যবন্দর, নির্মাণ, মৎস্যবন্দরের আধুনিকীকরণ, তার রক্ষণাবেক্ষণ, পলি সরানো প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত ৫ বছরে এই প্রকল্পের আওতায় ৩ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং মূল্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়।

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনে বিধিবদ্ধ সংস্থা মেরিন প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট

এরপর ৬ পাতায়

রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রিত বাংলার সাংসদরা, শুক্র সকালে চা চক্রে ডাকলেন দ্রৌপদী মুর্মু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি: প্রথমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রিত বাংলার সাংসদরা। সূত্রের খবর, শুক্রবার প্রভাতী চা চক্রে বাংলার ৪২ জন সাংসদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু। ওইদিন সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ রাইসিনা হিলসে চা চক্র হবে। তাতে তৃণমূলের ২৯, বিজেপির ১২ ও কংগ্রেসের এক সাংসদ ডাক পেয়েছেন বলে খবর।এর আগে অবশ্য আলাদাভাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে রাইসিনা হিলসে গিয়েছিলেন তৃণমূল এবং বিজেপি সাংসদরা। গত মাসেই ধর্ষণ-বিরোধী অপরাজিতা বিলে সই করার আবেদন জানিয়ে তৃণমূল সাংসদরা দেখা করেছিলেন মুর্মুর সঙ্গে। তবে সকলে নয়, ১০ জনের প্রতিনিধি দল গিয়েছিল রাইসিনা হিলসে। এবার সকলেই তাঁরা আমন্ত্রিত। আর এবারই প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর তরফে সকলকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানানো হল। তা গ্রহণ করে আনন্দ প্রকাশ করেছেন সাংসদরা।সেই ডাকে সাড়া দিয়ে শুক্রবার সকালে সাংসদরা রাইসিনা হিলসের চা চক্রে থাকবেন। যদিও এখনও পর্যন্ত এনিয়ে কোনও দল কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

রাষ্ট্রপতি ভবনে বিভিন্ন সময়ে নানা রাজ্যের সাংসদরা আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। সাধারণত প্রভাতী বা সান্ধ্য চা চক্রে তাঁদের আমন্ত্রণ জানান রাষ্ট্রপতি। এবার সেই তালিকায় বাংলার সাংসদরা। দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর প্রথম বাংলার ৪২ সাংসদ নিমন্ত্রণ পেলেন রাইসিনা হিলসে। এই মুহূর্তে এ রাজ্যের ৪২ সাংসদের মধ্যে ২৯ জন শাসকদল তৃণমূলের, বিজেপির ১২ জন এবং কংগ্রেসের এক সাংসদ, মালদহ দক্ষিণের ঈশা খান। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ সকলেই তাঁরা রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবেন বলে খবর।

(১ম পাতার পর)

দিল্লিতে বিজেপির সমন্বয় বৈঠক যেন 'মেছো হাট'

দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন দক্ষিণবঙ্গের আরেক সাংসদ বলে সূত্রের খবর। এদিন বৈঠকের আগে আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরেছেন শুভেন্দু। যা নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে।

রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আর কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন, তার আগেই রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষনেতা পরস্পরের সঙ্গে বৈঠকে বসুন এবং নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে নিন। গত কয়েক সপ্তাহে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুকান্ত এবং শুভেন্দুর সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলেছেন। তার পর থেকেই দুই নেতা দ্রুত নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। সেই কারণে সাংসদদের নিয়ে দুই নেতার প্রস্তাবিত বৈঠকও রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের আগেই সেরে ফেলা হচ্ছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে ছাব্বিশের নির্বাচন পর্যন্ত সুকান্ত মজুমদারকে রেখে দেওয়া হতে পারে বলে গেরুয়া শিবিরের একটি মহলের খবর। আবার অন্য একটি মহল বলছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্তকে হয়তো রাখা হবে না, সেক্ষেত্রে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে বঙ্গ বিজেপির 'ক্যাপ্টেন'-এর দায়িত্ব আবার দেওয়া হতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যে এটা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দলের একটি অংশ বলছে, হাতে মাত্র একবছর বাকি ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। এই মুহূর্তে রাজ্য সভাপতি বদল করলে পদ্মশিবিরের স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। তাই সুকান্তকে রেখে দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছে। দলের গোষ্ঠীকোন্দল চলছে। এমন কাউকে রাজ্য সভাপতি পদে বসানো হল, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তবে সংঘ যাঁর নামে শিলমোহর দেবে তাঁকেই রাজ্য সভাপতি পদে বসানো হবে। তবে দিল্লির একাংশ চাইছে, শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার এই দুই জুটিকে আপাতত রেখে ছাব্বিশের ভোট পর্যন্ত চালিয়ে দিতে। নতুন রাজ্য সভাপতির দৌড়ে নাম ভেসে রয়েছে শমীক ভট্টাচার্য, দেবশ্রী চৌধুরি, অগ্নিমিত্রা পালের নাম। তবে ছাব্বিশের ভোটকে মাথায় রেখে দলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছেন দিল্লির বিজেপি নেতারা। সেক্ষেত্রে সুকান্তকে রেখে দেওয়ার পক্ষে বড় অংশ। আবার তা না হলে সংঘের অন্যতম পছন্দ দিলীপ ঘোষ।

এদিকে, রাজ্য সভাপতি জল্পনার মধ্যেই আজ রাজ্য বিধানসভায় যাচ্ছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে দিলীপের। বিজেপি বিধায়কদেরও সঙ্গে দেখা করবেন দিলীপ। রাজ্য সভাপতি নির্বাচন হওয়ার আগে বঙ্গ পার্টিতে দিলীপ ঘোষের সক্রিয়তা বৃদ্ধি নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৪৩টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি অর্থাৎ ২৫টি জেলার সভাপতি নির্বাচনের কাজ হয়ে গিয়েছে। ফলে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে আর কোনও বাধা নেই। এখন কোনও নেতা মনোনয়ন ফাইল করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে সেদিকেই নজর রয়েছে গেরুয়া শিবিরের।

(১ম পাতার পর)

বিজেপি প্রার্থী দিয়ে মমতাকে হারাবেন! 'ভয় পেয়ে' ১৮০ ডিগ্রি ভোল বদল শুভেন্দুর

মমতা এবং শুভেন্দু।রাজনীতির কারবারিদের পর্যবেক্ষণ, মুখে বলা আর কাজে করে দেখানোর মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা দিন কয়েকের মধ্যেই বুঝতে পেরেছেন শুভেন্দু! আর তাই ভবানীপুরে আমজনতার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে বিরোধী দলনেতাকে যে গো হারান হারতে হবে সেটা বুঝতে পেরেই তড়িঘড়ি বয়ান বদল করলেন তিনি। তাই 'ভয়' পেয়ে নিজে নয়, বিজেপি প্রার্থী দিয়ে মমতাকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে রাখলেন। মঙ্গলবার সেই নিজের সেই অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি সরে দাঁড়ালেন বিরোধী দলনেতা।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে তার ডঙ্কা বেজে গিয়েছে। দিন কয়েক আগে তৃণমূল নেত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, "ভবানীপুরেও ওঁকে হারাব। আরও পাঁচ বছর হারের জ্বালা বয়ে বেড়াতে হবে!" যা নিয়ে জল্পনা দানা বাঁধছিল। মনে করা হচ্ছিল, এবার বিধানসবা নির্বাচনে মমতার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন শুভেন্দু। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেছিলেন, "উনি ভবানীপুরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে দল স্বাগত জানাবে।" কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢাললেন শুভেন্দু নিজেই। এদিন বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, "বিজেপির প্রার্থী দিয়ে ওঁকে ভবানীপুরে হারাব। এখন কম্পার্টমেন্টাল আছেন, এরপর ডবল কম্পার্টমেন্টাল তৃণমূলে নেত্রী হবেন।" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেও চর্চা শুরু হয়েছে বঙ্গীয় রাজনৈতিক মহলে।

বিহারে কলেম্বোলার নতুন প্রজাতির আবিষ্কার জেড এস আই-এর

কলকাতা, ১৮ মার্চ ২০২৫

ভারতীয় প্রাণিবিদ্যা সর্বেক্ষণ-এর বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বিহারে কলেম্বোলা পতঙ্গের একটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন, যেটি এক ধরনের মাটি-আশ্রিত ক্ষুদ্র অমেরুদন্ডী প্রাণী। এই আবিষ্কারটি এই অঞ্চলে কলেম্বোলার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যকে নির্দিষ্ট করে এবং মাটির সঙ্গে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করে।

নতুন শনাক্ত হওয়া প্রজাতি, সাইফোডেরাস বিহারিয়েনসিস (Cyphoderus bihariensis), রাজ্যের সংগ্রহের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে।

ভারতীয় প্রাণিবিদ্যা সর্বেক্ষণের অ্যাপ্টেরিগোটা (Apterygota) বিভাগের একটি দল-ডঃ গুরুপদ মন্ডলের নেতৃত্বে এবং শ্রী কৌশিক কুমার রায় ও শ্রী কুসুমেন্দ্র কুমার সুমনের সঙ্গে মিলিতভাবে এই আবিষ্কারটি করেছেন। গবেষণাটির মুদ্রিত সংস্করণ জার্নাল অফ ইনসেক্ট বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড সিস্টেমেটিক্স-এর আগামী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

ভারতীয় প্রাণিবিদ্যা সর্বেক্ষণের পরিচালিকা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জী গবেষকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং কলেম্বোলার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেছেন, "কলেম্বোলা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করে, যদিও এই জীবটির মাধ্যমে মৃত্তিকায় পরিণত গলিত জীবদেহ, বা পুষ্টির চক্র, জৈব পদার্থের পচন এবং সামগ্রিকভাবে মাটির পর্যবেক্ষণ-

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

ফের ভুয়ো শিক্ষক নিয়োগের ঘটনায় সিআইডির হাতে গ্রেফতার প্রধান শিক্ষক

তমলুক ব্লকের খামারচক হাইস্কুলে এসএসসি পরীক্ষা ছাড়াই ২০০৯ সালে শিক্ষক নিয়োগের ঘটনায় ভুয়ো শিক্ষক অয়নকুমার দাসকে গত ১০ই মার্চ গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। অভিযোগ ছিল কোন পরীক্ষা ছাড়াই ২০০৯ সালে স্কুলে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ২০১৯ সাল থেকে নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে বেতন পেতেন তিনি।কেন তিনি আইনের দ্বারস্থ হলেন এই অভিযোগ তুলে জোর করে কালভার্ট নির্মাণের পাশাপাশি ওই জমি সহ আরো কয়েকটি জমিতে চাষ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গ্রাম কমিটির বিরুদ্ধে। চাষ করার আবেদন জানিয়ে ইতিমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক থেকে শুরু করে একাধিক জায়গায় তিনি আবেদন করেছেন কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। শ্রীনিবাস সাউ এর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ শুধু চাষ বন্ধ করা নয়, মাঠে লাঙ্গল করতে এলে পাওয়ারটিলার চালককে বাধা দেয়া হয়েছে এমনকি প্রাননাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এর পাশাপাশি পানীয় জলের সুবিধে থেকে গ্রামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের বয়কট করা হয়েছে। আর এই অভিযোগ উঠেছে চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তকর্মাধক্ষ দিব্যেন্দু ভক্তা ও গ্রাম কমিটির সেক্রেটারি শচীন মাইতি সহ আরো বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। বিষয়টি গ্রামে সালিশি সভায়ও জানিয়ে দেওয়া হয় গ্রামকে এড়িয়ে আইনের দারস্ত হয়েছেন।যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতারা। তৃণমূল নেতাদের দাবি ওরা বিজেপি করে তাই আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করছে।এ প্রসঙ্গে চন্ডিপুর ব্লকের বিডিও জানান, তার কাছে তার সময়কালে এরকম অভিযোগ আসেনি যদি আসেন তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

সম্প্রতি শিক্ষকদের নথি ভেরিফিকেশন করার সময় অয়নকুমার দাস ‘ভুয়ো’ শিক্ষক হিসেবে ধরা পড়ে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (সেকেন্ডারি) পলাশ রায় গত ৬ মার্চ তমলুক থানায় এফআইআর করেন।উল্লেখ্য, গত বছর শুভেন্দু হাটুয়া নামে খামারচক হাইস্কুলে আরও এক ‘ভুয়ো’ শিক্ষক গ্রেফতার হন। সেই সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন এই প্রধান শিক্ষক অশোককুমার হাটুয়াও। সেইসঙ্গে ওই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাক্তন ডিআই (সেকেন্ডারি) চাপেশ্বর সর্দার। কয়েক মাস জেল খাটার পর চাপেশ্বরবাবু এবং অশোকবাবু জামিন পান। ফের ভুয়ো শিক্ষক নিয়োগের ঘটনায় সিআইডি-র হাতে ধরা পড়লেন খামারচক হাইস্কুলের সদ্য অবসর নেওয়া প্রধান শিক্ষক।

তাকে হেফাজতে নিল সিআইডি। অপরদিকে, ব্যক্তিগত জমিতে কালভার্ট নির্মাণ নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হওয়ায় দু’বছর ধরে চাষ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল গ্রাম কমিটির বিরুদ্ধে।সালিশি সভা করে বয়কটের কথা ঘোষণা করা এবং একঘরে করে রাখার অভিযোগ উঠল গ্রাম কমিটির মাতব্বরদের বিরুদ্ধে।চন্ডিপুরের শ্রীনিবাস সাউ প্রশাসনের আশ্বাসের অপেক্ষায়।পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডিপুর থানার ধান্যশ্রী মৌজায় বাঁড়বাকি গ্রামের বাসিন্দা শ্রীনিবাস সাউ শাসক দলের নেতাদের প্রভাবিত গ্রাম কমিটির কোপে পড়ে এখন একঘরে।শাসকদলের দাপুটে নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানালেও অভিযোগ না নেওয়ায় স্থানীয় বিডিও, বিএল আরও থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক এবং জেলার পুলিশ সুপারকে অভিযোগ জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি।তার অভিযোগ ধান্যশ্রী মৌজায় একটি খাল সংলগ্ন তার জায়গা রয়েছে। সেই জায়গার উপর জোর করে শাসক দলের নেতারা সরকারি কালভার্ট নির্মাণ করতে গেলে তিনি বাধা দেন এবং এনিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁচিশতম পর্ব)

কাছেই এক কুণ্ডের জলে ধুতে গেল তারা। কী আশ্চর্য! জলের স্পর্শ পেয়ে মাছটি জ্যান্ত হয়ে সাঁতরে চলে গেল। মাঝিরা দৌড়ে এসে জয়দত্তকে সব কথা জানাল। জয়দত্তের মনে পড়ল আগের রাতের কথা। সেই মেয়েটির কথা। তখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'মাগো দেখা দে। কে তুই মাগো আমাকে এমন পরীক্ষা করে গেলি। আমাকে ক্ষমা কর মা। আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দে।'সেদিন রাতেই স্বপ্নের মধ্যে ফিরে এলেন সেই মেয়েটি। তাঁকে দেখে জয়দত্ত বললেন, ‘পুত্র মলো ধন ছাই কিসের লাগিয়া।’ কুমারী মেয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

বিহারে কলেম্বোলার নতুন প্রজাতির আবিষ্কার জেড এস আই-এর

এই সকল ক্ষেত্রে প্রাণীটির ভূমিকা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়।"

সাইফোডেরাস বিহারিয়েনসিস এর বৈশিষ্ট্য হল, এর ক্ষুদ্র দেহের আকার, চোখ না থাকা, ফুরকা (একটি পেটের উপাঙ্গ যা এর পেটের দিক থেকে বিকশিত হয়), যেটি লাফানোর অঙ্গ, বিশেষ ধরণের দাঁতের গঠন, সেইসঙ্গে এর শরীরের বিন্যাস।

এই নতুন প্রজাতিটি 'মাল্টিডেন্টেটি' নামক একটি প্রজাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত, যা একটি নজির-ই বটে।

এই আবিষ্কার সম্পর্কে, দলের নেতা ডঃ গুরুপদ মন্ডল ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "এই আবিষ্কারটি ভারতে কলেম্বোলা নামক প্রাণীটির সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য বুঝতে সাহায্য করে। সাইফোডেরাস বংশের প্রাণীটির বিশ্বব্যাপী

প্রজাতি বৈচিত্র্য -৮৬। এই নতুন আবিষ্কারের পরে ভারতে এখন ১০টি প্রজাতি রয়েছে। এই বৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রে, বিশেষ করে মাটির বাস্তুতন্ত্রে এর প্রভাব বোঝার জন্য ক্রমাগত গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।"

এই গবেষণাটি জীববৈচিত্র্য অন্বেষণ প্রক্রিয়ায় এবং তা নথিভুক্ত করার কাজে ভারতীয় প্রাণিবিদ্যা সর্বেক্ষণের নিরলস প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট করে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনিদেবকে নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আছে।স্কন্দ পুরাণ বলে শিপ্রা ও ক্ষাতা নদীর সংযোগস্থলে জন্মগ্রহণ করেই শনি ত্রিলোক আক্রমণ করেন। আতঙ্কিত ইন্দ্র ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। নিরুপায় ব্রহ্মা সূর্যের কাছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বগটুই অভিযুক্ত ,খারিজ হয়ে গেল আনারুল হোসেনের জামিনের আবেদন।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বছরদুয়েক আগে বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুইতে যে গণহত্যা হয়েছিল সেই ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত ছিলেন ছিল প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আনারুল হোসেন। ওই ঘটনার পর তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। নিম্ন আদালতের পর এবার কলকাতা হাইকোর্টেও খারিজ হয়ে গেল এই আনারুল হোসেনের জামিনের আবেদন।জানা যায় বগটুইতে গণহত্যার ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই রামপুরহাট থানার ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বগটুই মোড়ে বোমা মেরে হত্যা করা হয়েছিল এলাকার তৃণমূল নেতা ও স্থানীয় উপপ্রধান ভাদু শেখকে। অভিযোগ ওঠে, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই হয়েছিল হত্যা করা ভাদু শেখকে। তারই পালটা হিসেবে বগটুইয়ের গণহত্যার ঘটনা ঘটে । তখনই উঠে আসে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আনারুল শেখের নাম।প্রসঙ্গত এর আগে বীরভূমের রামপুরহাট আদালতও তার জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং স্মিতা দাস দে'র বেঞ্চে আনারুলের জামিনের মামলার শুনানি ছিল। এদিন হাইকোর্টে আনারুলের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী মিলন

মুখোপাধ্যায়। তিনি আদালতে জানিয়েছেন ঘটনার দিন আনারুল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ওই সময় হাসপাতালে তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। সিবিআই-এর আইনজীবি ধীরাজ ত্রিবেদী অবশ্য এই দাবি মানতে রাজি নন। আদালতে (Calcutta High Court) তিনি পাল্টা যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন বগটুই হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত ছিলেন আনারুল শেখ। সে এই ঘটনার মূল কুচক্রী। তার নির্দেশেই পুরো ঘটনা ঘটেছিল। আর সিসিটিভি ফুটেজটি আনারুল নিজের সুবিধার জন্য হাতিয়ার করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন সিবিআই-এর ওই আইনজীবী।

আদালতের (Calcutta High Court) এদিন উভয়পক্ষের সাওয়াল জবাব শেষে বগটুই কান্ডের অভিযুক্ত আনারুল শেখের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ২ বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ । ফলে জামিন পেতে হলে এখন সুপ্রিম কোর্টেই আবেদন করতে হবে আনারুলকে।

২০২২ সালের সেই অভিশপ্ত রাতে বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুইতে বেশ কয়েকটি বাড়ি আগুনে পুড়তে শুরু করেছিল। আগুন নেভানোর পর জ্বলে যাওয়া বাড়ি থেকে পুরুষ, মহিলা ও শিশু-সহ মোট দশজনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল । এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় সর্বত্র । তৃণমূল কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছিলেন বিরোধীরা।

বিরোধীদের দাবি মেনে পরে এই মামলার তদন্তভার যায় সিবিআই-এর হাতে। হাইকোর্টে এদিন সিবিআইয়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, এই মামলায় ন'জন অভিযুক্তের মধ্যে এখনও ছ'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বাকি রয়েছে। সূত্রের খবর এই ঘটনায় মোট ১৫০ জন সাক্ষীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছে । এখনও ১২৪ জনের সাক্ষী নেওয়া বাকি রয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, এঁদের মধ্যে ছ'জন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনজনকে নাকি ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছে।

কুম্ভমেলার সার্থক পরিসমাপ্তিতে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ , ২০২৫

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের সার্থক পরিসমাপ্তিতে আজ লোকসভায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। অসংখ্য দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের প্রয়াসেই কুম্ভ মেলা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। মহাকুম্ভের সাফল্যতে নানা গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার, সমাজ এবং সমস্ত নিষ্ঠাবান কর্মীদের ঐকান্তিক প্রয়াস এই সাফল্যের ক্ষেত্র রচনা করেছে। দেশ জোড়া ভক্তদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের জনসাধারণ বিশেষত প্রয়াগরাজবাসীর অমূল্য সমর্থন ও অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

মহাকুম্ভের মহান আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত অনন্ত প্রয়াসকে তিনি ধরিত্রীর বুকে গঙ্গাকে টেনে আনতে কিংবদন্তীপ্রতীম ভগীরথের উদ্যোগের সঙ্গে তুলনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, লালকেল্লায় ভাষণে তিনি সবকা প্রয়াসের এই গুরুত্বের কথাই তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেন, মহাকুম্ভ ভারতের মহিমাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে। এই মহাকুম্ভ অবিচল বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত সম্মিলিত সংকল্প, ভক্তি এবং মানুষের ত্যাগের এক অনন্য প্রকাশ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাকুম্ভ জাতীয় চেতনার এক জাগ্রত রূপকে প্রত্যক্ষ করেছে। তা দেখিয়েছে, সচেতনতা বোধ দেশকে নতুন সংকল্প গ্রহণে এবং তার পূর্ণতা প্রাপ্তিতে কিভাবে সাহায্য করে। এই জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজনে রাষ্ট্রের সক্ষমতার প্রশ্ন তদুপরি নানা দ্বিধা এবং আশঙ্কারও যথাযথ উত্তর দিয়েছে মহাকুম্ভ।

দেশের রূপান্তরমূলক যাত্রাপথের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে গত বছর রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং এ বছর মহাকুম্ভের আয়োজনের এক সমান্তরাল তুলনা টানেন। শ্রী মোদী বলেন, এই জাতীয় অনুষ্ঠান দেশকে আগামী সহস্রাব্দের জন্য তৈরি করে দেয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশের সম্মিলিত চেতনা অমিত সক্ষমতার মধ্যে ধরা দেয়। রাষ্ট্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলি মানব ইতিহাসের সমার্থক হয়ে আগামী প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। শ্রী মোদী ভারতের ঐতিহাসিক মাইলফলকসমূহ যা জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার পাশাপাশি নতুন পথনির্দেশ জুগিয়েছে তার ওপরও আলোকপাত করেন। স্বদেশী আন্দোলন আধ্যাত্মিক চেতনার পুনরুত্থানের জন্য দিয়েছিল। শিকাগোতে স্বামী

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফামেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	10 জীবন জ্যোতি ফামেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফামেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফামেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফামেসী	17 ইউনিক ফামেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফামেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফামেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফামেসী	28 সৌভিক ফামেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফামেসী

মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরসের সংস্থার বেঙ্গালুরুর অফিসে ইডির তল্লাশি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরসের সংস্থা ওপেন সোসাইটি ফেডারেশনের বেঙ্গালুরুর অফিসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারীরা তল্লাশি চালাচ্ছে। বিদেশি অর্থ লেনদেনে অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে এই অভিযান বলে জানিয়েছে ইডি।ভারতে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের কুনজরে রয়েছে ওএসএফ। বিদেশি মুদ্রা আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ইডি। বছর তিন আগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দিল্লি ও মুম্বইয়ের দফতরে তল্লাশি

চালিয়েছিল ইডি। ওই সংস্থার বিরুদ্ধেও বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। তল্লাশির পর থেকে ভারতে ওই সংস্থার কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে।তদন্তকারীরা অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাতে চায়নি। সোরসের ওই সংস্থা দেশে দেশে গণতন্ত্রের বিকাশে কাজ করে থাকে। নরেন্দ্র মোদীর সময়ে ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে সোরস অতীতে একাধিক বার সরব হয়েছেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সরাসরি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেন তিনি। কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধী পত্রপাঠ সেই প্রস্তাব নসাৎ করে দেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলাতে সতর্ক করে তাঁকে। যদিও বিজেপির অভিযোগ রাহুল গান্ধী আসলে সোরসের সংস্থার উসকানিতে দেশে-বিদেশে গণতন্ত্র বিপন্নতা নিয়ে সরব।

মার্কিন এই ধনকুবের সংস্থা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে দেশে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে বলে নানা সময়ে অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশে পালা বদলের পিছনেও সোরসের সংস্থার হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ধারণা আরও জোরদার হয় সোরস পুত্র বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করার পর।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ থিরু ইলাইয়ারাজার সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আজ নতুন দিল্লিতে দেখা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ থিরু ইলাইয়ারাজা।

পশ্চিমী ধ্রুপদী সঙ্গীত-ভিত্তিক ইলাইয়ারাজার প্রথম সিম্ফোনি ভ্যালিয়েন্ট সম্প্রতি লন্ডনে বিখ্যাত রয়্যাল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ক্ষেত্রে ইলাইয়ারাজার অবদানকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই সঙ্গীতস্রষ্টা সুরের জগতে এক নক্ষত্র এবং সারা বিশ্বে গান-বাজনার জগতে দিক-দর্শক বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন।

এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী এক্স পোস্ট করেছেন।

(৫ পাতার পর)

কুম্ভমেলার সার্থক পরিসমাপ্তিতে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত যেমন ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ, ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর দিল্লি চলো ডাক এবং মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি অভিযান নতুন অনুপ্রেরণার দ্যোতক হয়ে রয়েছে। প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ সেই অর্থে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক জাগরণের যা এক প্রতিকী রূপ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রায় দেড় মাস ব্যাপী মহাকুম্ভে দেশ জাগ্রত উদ্যোগকে প্রত্যক্ষ করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, কোটি কোটি ভক্ত সুবিধা বা অসুবিধার শঙ্কা কাটিয়ে উঠে অবিচল বিশ্বাস ও নিষ্ঠাভরে এতে অংশ নিয়েছেন যা রাষ্ট্রের অনন্ত শক্তিকে তুলে ধরে। মরিশাসে তাঁর সাম্প্রতিক সফরের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাকুম্ভকালীন ত্রিবেণী ও প্রয়াগরাজের পবিত্র জল তিনি সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই পবিত্র জল মরিশাসের গঙ্গা তালাও-এ নিবেদনের সময় ভক্তি ও উদযাপনের যে এক মহিমান্বিত পরিবেশ রচিত হয়েছিল তার উল্লেখ করেন তিনি। এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের সংরক্ষণ এবং তাকে আকড়ে ধরে থাকা ও উদযাপনের এক ক্রমবর্ধমান ভাবধারাকে এর মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়।

শ্রী মোদী বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ধারা প্রবাহমান। ভারতের আধুনিক যুবরাও মহাকুম্ভ এবং অন্যান্য উৎসবে গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, আজকের যুব সম্প্রদায় তাদের ঐতিহ্য, ভাবধারা এবং বিশ্বাসকে গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করছে যার মধ্যে দিয়ে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের দৃঢ় সম্পর্ককে প্রত্যক্ষ করা যায়।

কোনো সমাজ যখন তার ঐতিহ্যে গর্ববোধ করে, তখন তা এক বৃহৎ উদযাপন এবং অনুপ্রেরণাদায়ক মুহূর্ত রচনা করে। মহাকুম্ভে তা প্রত্যক্ষ করা গেছে বলে শ্রী মোদী জানান। এই জাতীয় গর্ব ঐক্যের প্রসার ঘটায় এবং উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় লক্ষ্য পূরণে সক্ষমতা প্রদান করে। তিনি বলেন ভাবধারা, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা সমসাময়িক ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যা রাষ্ট্রের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

মহাকুম্ভ নানা অমূল্য ফল অর্জন করেছে। এর পবিত্র নৈবেদ্যে এক ঐক্যের ভাবধারা ফুটে উঠেছে।

(২ পাতার পর)

চিংড়ির কন্টেনারের রপ্তানি বৃদ্ধি

অথরিটি (এমপিইডিএ) সামুদ্রিক পণ্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে। চিংড়ির রপ্তানি বৃদ্ধিতে এমপিইডিএ যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, সেগুলি কোনো নির্দিষ্ট বন্দরের জন্য নয়। এর লক্ষ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের গতি বাড়ানো। রপ্তানি মূল্যশৃঙ্খলকে আরও মজবুত করতে সরকার বড় বড় বন্দরগুলির সঙ্গে সংযুক্ত প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। বিশাখাপত্তনম, চেন্নাই, পারাদ্বীপ, কোচিন ও মুম্বাই মৎস্য বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ১০০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সাগরমালা প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবাবদ মোট ৬৫১.১৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে ভারত ১৭ লক্ষ ৮১ হাজার ৬০২ টন সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি করেছে, যা এক সর্বকালীন রেকর্ড। এর মোট মূল্য ৬০৫২৩.৮৯ কোটি টাকা।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল এই তথ্য জানিয়েছেন।

বলিউডের চেয়ে এগিয়ে দক্ষিণী সিনেমা, কারণ জানালেন আমির

আমির খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গত এক বছর ধরে বলিউডে সফল ছবির সংখ্যা কমেছে। গেলো কয়েক বছর তুলনমূলক বেশি দক্ষিণী নির্মাতাদের দিকেও ঝুকতে দেখা গেছে বলিউডের তারকাশিল্পীদের। এমন সময় বলিউডের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন আমির খান। তার মতে, দক্ষিণী নির্মাতারা তাঁদের গল্পে আবেগকে প্রাধান্য দেন, যেটা বলিউডের নির্মাতারা ভুলে গেছেন।

আগামী ১৪ মার্চ ৬০ বছরে পা রাখতে চলেছেন আমির। অভিনেতার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর অভিনীত একাধিক ছবি নতুন করে প্রেক্ষাগৃহে দেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে একটি মাল্টিপ্লেক্স। রোববার রাতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে কথা বলেছেন আমির।

আমির বলেন, 'বলিউডের পরিচালক এবং কাহিনিকারেরা তাঁদের শিকড়কে ভুলে গেছেন। আবেগ এবং অনুভূতি নানা রকমের হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক আবেগ পছন্দ করেন। কিন্তু বলিউড আবেগকে প্রাধান্য দিচ্ছে না।'

আমিরের মতে, জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে বলিউড কথা বলতে চাইছে। কিন্তু সেখানে জোর দেওয়া হচ্ছে সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর। উদাহরণ হিসেবে অভিনেতা হিংসার সঙ্গে সন্দেহ—দুই অনুভূতির তুলনা টেনেছেন। অভিনেতার কথায়, 'এখন বলিউডে সিঙ্গল স্ক্রিন এবং মাল্টিপ্লেক্সের জন্য আলাদা ছবি তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আরও বড় বিষয় নিয়ে সিঙ্গল স্ক্রিনকে মাথায় রেখে ছবি তৈরি করছে।'

আমির এই মুহূর্তে তাঁর পরবর্তী ছবি 'সিতারে জামিন পর'-এর মুক্তি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। পাশাপাশি তাঁর প্রযোজিত ছবি 'লাহোর ১৯৪৭'-এর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

প্রকাশ্যে কারিনার আলিঙ্গন নিয়ে যা বললেন শাহিদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এক সময় একে অপরের প্রেমে বুঁদ ছিলেন। বলিপাড়ায় তাদের প্রেম ছিল অন্যতম চর্চিত বিষয়। এমনকী তাদের বিচ্ছেদ নিয়েও জলঘোলা কম হয়নি। অনেক বছর পর্যন্ত মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ ছিল এই দুই তারকা। তবে সম্প্রতি আইফার মঞ্চে সবাইকে অবাক করে প্রকাশ্যে একে-অপরকে আলিঙ্গন করেছেন শাহিদ কাপুর ও কারিনা কাপুর খান।

তাদের দু'জনের এই বিশেষ সাক্ষাতের ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। দেখা যায়, আইফার সংবাদ সম্মেলনের ওই অনুষ্ঠানে কারিনা কাপুর খান এবং শাহিদ কাপুরকে একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন। তারা

দু'জনেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন।

ভক্তরা তাদের প্রিয় অভিনেতাদের বহু বছর পর একসঙ্গে দেখে খুশি হয়েছেন এবং ভিডিওগুলোতে তাদের সেরা জুটি বলে মন্তব্য করছেন। যা নিয়ে শাহিদ নিজেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অভিনেতা বলেন, এভাবে প্রায়ই তাদের দু'জনেরই দেখা হতেই থাকে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

শাহিদ বলেন, 'আমাদের জন্য এতে নতুন কিছু ছিল না, আজ আমাদের মঞ্চে দেখা হয়েছে এবং এখানে-ওখানে দেখা হতেই থাকে। কিন্তু আমাদের জন্য এই সব কিছুই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যদি মানুষ এটা পছন্দ করেন তবে ভালোই।'

উল্লেখ্য, কারিনা এবং শাহিদ কাপুর ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত একে অপরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। করণ জোহরের শোতেও তারা দু'জনেই তাদের প্রেমের কথা স্বীকার করেছিলেন। তবে সবশেষ 'জব উই মেট' ছবির শুটিংয়ের আগেই তাদের দু'জনের বিচ্ছেদ ঘটে।

যে কারণে 'মুসলিম পদবী' ব্যবহার করেন অভিনেত্রী দিয়া

দিয়া মির্জা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিয়া মির্জা। ভিন্ন ধর্মের হলেও নামের শেষে মুসলিম পদবী ব্যবহার করেন তিনি। এর পেছনে হৃদয়স্পর্শী এক কারণ লুকিয়ে আছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এক সাক্ষাৎকারে এর কারণ জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। দিয়া জানান, তার বাবা ছিলেন একজন জার্মানি আর্কিটেকচার। ধর্ম খ্রিস্টান। আর তার মা ছিলেন বাঙালি হিন্দু।

চার বছর বয়সে দিয়ার বাবা-মার বিচ্ছেদ ঘটে এবং জীবন সঙ্গী হিসেবে তারা অন্যদের বেছে নেয়। পুরনো দিনের কথা মনে করে দিয়া বলেন, "আমার যখন ৯ বছর। তখন আমার বাবা মারা যান। আমি সব সময় তার পদবী হ্যান্ডরিচ ব্যবহার করতাম।"

দিয়া আরও বলেন, "মিস ইন্ডিয়া সুন্দরি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে আমি আমার পদবী পরিবর্তন করি। আমার নামের শেষে আমার সৎ বাবার টাইটেল মির্জা যোগ করি।"

পদবী পরিবর্তনের কারণ জানিয়ে এ অভিনেত্রী বলেন, "সৎ বাবার নাম আহমেদ মির্জা। তিনি সব সময় আমাকে ছোটবেলা থেকে ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখতেন। নিজের বাবার চেয়ে কোনও অংশে কম যত্ন করেননি তিনি। তাই সৎ বাবার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিই।"

দিয়ার ধর্ম কী, এমন প্রশ্ন করা হলে এ নায়িকা বলেন, সৎ বাবাকে ভালোবেসে তার পদবী ব্যবহার করি। এখানে ধর্ম পরিবর্তনের কোনও বিষয় নেই। আমার ধর্ম কী সেটা আমি বলতে পছন্দ করি না।

নিজের ধর্ম প্রসঙ্গে টুইটারে দিয়া লেখেন, আমার সমস্ত সরকারি নথিতে ধর্মের মর্যাদা ফাঁকা থাকে। কারণ আমি মনে করি, একজন ভারতীয়র পরিচয় ধর্ম নির্ধারণ করে না। এটা কখনও হয়নি এবং আমি আশা করি এটা কখনও হবে না।

ব্যক্তিগত জীবনে ২০১৪ সালে ব্যবসায়ী সাহিল সজ্ঞের সঙ্গে প্রথমবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন দিয়া। এ সংসার ভেঙে যায় ২০১৯ সালে। এরপর ২০২১ সালে বৈভব রেখিকে বিয়ে করেন দিয়া। বর্তমানে তাদের সংসারে একটি সন্তান রয়েছে।

বাড়ছে চাপ, নিষিদ্ধ হতে পারে আফগান ক্রিকেট!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আফগানিস্তানের ক্রিকেট নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক মহল থেকে চাপ বাড়ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশটির ক্রিকেট নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা আইসিসির কাছে অভিযোগ জানিয়ে আসছে। বিশেষ করে, আফগানিস্তানে নারী ক্রিকেটের কোনো কার্যক্রম না থাকায় দেশটির টেস্ট মর্যাদা বাতিলের দাবি উঠেছে।

এদিকে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলার আহ্বান জানিয়ে আসছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী ক্রিকেট দলগুলো। কিন্তু এসব দাবি পাশ কাটিয়ে নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আফগান ক্রিকেট বোর্ড।

সম্প্রতি, মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (HRW) আইসিসিকে পাঠানো এক চিঠিতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সদস্যপদ স্থগিতের আহ্বান

জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, "যতদিন না দেশটিতে নারীরা আবার শিক্ষা ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে, ততদিন তালেবান-শাসিত আফগানিস্তানকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বাদ দেওয়া উচিত।"

৭ মার্চ আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহকে পাঠানো চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, "আমরা অনুরোধ করছি যে, আইসিসি যেন জাতিসংঘের 'বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস' নীতির ভিত্তিতে একটি মানবাধিকার নীতি প্রণয়ন করে।"

অলিম্পিকে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত

২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তালেবান সরকারের নারী খেলাধুলার ওপর নিষেধাজ্ঞা অলিম্পিক চার্টারের পরিপন্থী। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের পরিচালক মিঙ্কি ওয়ার্ডেন মনে করিয়ে দিয়েছেন, "১৯৯১ সালে তালেবান শাসনকালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আফগানিস্তানকে নিষিদ্ধ করেছিল। তাহলে এবার কেন আইসিসি তাদের নিষিদ্ধ করতে পারবে না?"

আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, টেস্ট মর্যাদা পাওয়া দেশের জন্য নারী ও পুরুষ উভয় ক্রিকেট দলের কার্যক্রম চালানো বাধ্যতামূলক। অথচ আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নারী ক্রিকেট কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে।

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এখনও এসব দাবি উপেক্ষা করেই এগিয়ে যাচ্ছে। তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর চাপ বাড়ায় আইসিসি এবার কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আবার ইনজুরিতে নেইমার, দেখলেন দলের হার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

করিন্থিয়ানের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে ২-১ গোলে হেরেছে সান্তোস। ওই ম্যাচে খেলতে পারেননি নেইমার। বেঞ্চে বসে দেখতে হয়েছে দলের হার।

ম্যাচ শেষে খেলতে না পারার কারণ জানিয়েছেন নেইমার নিজেই। অস্বস্তি অনুভব করছিলেন তিনি। টেস্ট করে দেখা গেছে নতুন করে ইনজুরিতে পড়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

নেইমার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'আজকের ম্যাচে মাঠে থাকতে চেয়েছিলাম, দলকে যেকোন ভাবে সহায়তা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার আমি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করতে থাকি, অনুশীলন করতে পারিনি। আজ একটি টেস্ট করে ব্যথার কারণ পাওয়া গেছে। দূভাগ্যবশত, এটা ফুটবলের অংশ। আমরা শক্ত হয়েই ফিরব এবং লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবো।'

নেইমার বার্সেলোনা থেকে পিএসজি যাওয়ার পর থেকে নিয়মিত ইনজুরি পড়তে শুরু করেন। পিএসজি থেকে আল হিলালে যোগ দিলেও ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি তিনি। যে কারণে চুক্তি বাতিল করে সান্তোসে ফিরেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার।

সান্তোসে পূর্ণ ফিটনেস ও ফর্ম ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে আছেন নেইমার। সেখানে ভালো করতেও শুরু করেছেন। যে কারণে মার্চের দুই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে তাকে ব্রাজিলের দলে ডাকা হয়েছে। এর মধ্যেই আবার নতুন ইনজুরির বার্তা দিয়েছেন নেইমার।

শামির মায়ের পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা, প্রশংসায় ভাসছেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-এর ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ভারত। ২৫২ রানের লক্ষ্য এক ওভার হাতে রেখে ৪ উইকেট হারিয়ে পেরিয়ে যায় রোহিত শর্মার দল। ফাইনাল শেষে মাঠেই শুরু হয় বিজয়ের উৎসব, যেখানে ক্রিকেটারদের সঙ্গে যোগ দেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও।

এই উদযাপনের মাঝেই এক হৃদয়ছোঁয়া মুহূর্তের জন্ম দেন বিরাট কোহলি। সতীর্থ মোহাম্মদ শামির মা আনজুম আরাকে দেখে পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। সাধারণত মাঠে আগ্রাসী মেজাজে দেখা গেলেও মাঠের বাইরে বিনয়ী কোহলির এই আচরণ নজর কাড়ে সবার।

শামির মায়ের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় হঠাৎই মাথা নিচু করে কদমবুচি করেন কোহলি। পরে শামি ও তার মায়ের সঙ্গে ছবিও তোলেন এই ব্যাটিং আইকন। সেই মুহূর্তের ভিডিও সম্প্রচারকারী চ্যানেলের সৌজন্যে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় ভিডিওটি, আর নেটিজেনরা প্রশংসায় ভাসান কোহলিকে।

উল্লেখ্য, এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে কোহলি ছিলেন অফ ফর্মে, আর শামি ফিরেছিলেন ইনজুরি কাটিয়ে। তবে টুর্নামেন্টে কোহলি একটি সেঞ্চুরিসহ দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৫ উইকেট ও সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ উইকেট নিয়ে আলো ছড়ান শামি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR